R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে দেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
দর থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৪ সাল। ২১শে মে, ১৯৯৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

প্রাথমিকে শুধু কাগজে কলমে শিক্ষার মানোন্নয়ন চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমানে বেহাল অবস্থা। পাসফেলহীন এবং ইংরেজী বর্জিত প্রাথমিক শিক্ষা এখন মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ শিশুর মতই পথের ধূলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। উল্লেখ থাকে যে ১৯৮০ সাল থেকে প্রাথমিক সিলেবাস কমিটি প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে অবিরত মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরেজী শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে দেওয়া হয়। নূতন শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃ পরীক্ষা নেই এবং চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থীকে একই শ্রেণীতে আটকে রাখা যাবে না অর্থাৎ পাস ফেল বলে কিছু নেই। শিক্ষার্থীরা জেনে গেছে তাদের পাস না করিয়ে দিলে মাষ্টারমশাইদেরই চাকরী যাবে। অতএব পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে। না পড়েই যদি পাস করা যায় তবে কাঁহাতক পড়াশুনার ঝামেলা করা। আর যে সব ছাত্রছাত্রী নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না কিংবা আদৌ আসে না তারাও একই শ্রেণীতে আটকে না রাখার যাদুতে দিব্যি পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এর ফল হচ্ছে বিষময়। নিজের নাম—ঠিকানা লিখতে না জেনেও তারা হাই স্কুলের অঙ্গনে হাজির হচ্ছে। এমন কি প্রাথমিক শিক্ষার শেষে অনেক ছাত্রছাত্রীর বর্ণ কিংবা সংখ্যা পরিচিতি পর্যন্ত হচ্ছে না। ইংরেজী বর্জিত শিক্ষা গ্রহণ করে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীরা হাই স্কুলে গিয়ে দেখছে সরষে ফুল। আর যাদের মাতৃভাষার বর্ণ পরিচিতি হয়'ন তাদের কথা তো (শেষ পৃষ্ঠায়)

ওসি, এস আই ও চারজন সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে ভাঙ্গচুর লুটতরাজের মামলা

রঘুনাথগঞ্জ : এই থানার খোদারামপুর ভূতবাগানের জনৈকা রিজিয়া বিবি স্বামী ফিজিল সেখ রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রবীর রায়, এস, আই আবদুল রৌফ এবং অপর চারজন সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে স্থানীয় এস ডি জে এম আদালতে এক মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঐ ছ'জন পুলিশ গত ১৪ মে সন্ধ্যা ৬/৭ টার সময় উক্ত মহিলার গৃহে চড়াও হয়ে তাঁর পুত্র আলিমুজ্জমানের খোঁজ করে। মহিলা কারণ জিজ্ঞাসা করলে অফিসার প্রবীর রায় বলেন মুজ্জমানকে কাইজার মাষ্টারের বিরুদ্ধে তার রুজু করা মামলা তুলে নিতে পুলিশ নির্দেশ দিলেও সে তুলে নেয়নি কেন? খবর ওই মামলা যার নং সি, আর, সি, এম নং ৩৫১/৯৬ তাং ৫/১০/৯৬ কাইজার মাষ্টার ও আরোও ১৩ জনের বিরুদ্ধে করা হয় এস ডি জে এম কোর্টে রিজিয়া ওই ব্যাপারে কিছুই জানে না বললে এবং ছেলের খোঁজ না দিলে, উক্ত পুলিশরা তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে লাঠি দিয়ে মারে ও লাথি মেরে ঘরের বাইরে ফেলে দেয়। মহিলা উঠোনে ছিটকিয়ে পড়ায় আহত হয়। তার পরনের শাড়ী ইত্যাদি খুলে যায়। লোকজন জুটলেও তাঁরা পুলিশের ভয়ে দূরে সরে থাকে। এই অবস্থায় পুলিশ পুঙ্গবেরা আসবাবপত্র, ঘরের টালি ভাঙ্গচুর করে। শেষ পর্যন্ত আহতদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে ঘরের মধ্যে রাখা নগদ আটশো টাকা নিয়ে চলে যায়। আহত মহিলাকে পড়শীরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। উক্ত পুলিশদের বিরুদ্ধে রিজিয়া বিবি ১৪৭/৪৪৭/৪২৭/৩৮০/৩২৩/৩৫৪ ধারায় পরদিন এস ডি জে এম কোর্টে মামলা দায়ের করে। মামলাটি পরিচালনা করছেন এ্যাডভোকেট রণজিৎ পাণ্ডে।

গঙ্গাদূষণ রোধে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা পেল জঙ্গিপুর পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা-দূষণ রোধ প্রকল্পে জঙ্গিপুর পুরসভা গত মার্চে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে বলে জানা যায়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলায় আরো দুটি পুরসভার মধ্যে ধুলিয়ান পেয়েছে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদাবাদ ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। সর্বমোট এই জেলায় গঙ্গা দূষণ রোধ প্রকল্পে মঞ্জুরীর পরিমাণ ৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা।

জলবিভাজিকা প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বালিয়া গ্রামপঞ্চায়েতে জাতীয় জলবিভাজিকা প্রকল্পে পঞ্চায়েতের পুকুরগুলি সংস্কার করার জন্য পুকুর পিছু তিন হাজার টাকা করে অনুদান মঞ্জুর হয়। অভিযোগ উঠেছে বালিয়ার কংগ্রেস প্রধান দলীয় লোকজনের নামের একটি তালিকা তৈরী করে জমা দেন। তালিকায় এমন নামও আছে যাদের কোন পুকুরই নাই। এছাড়া একই পরিবারের ২/৩ জনের নামও তালিকায় আছে। তালিকার ভাগ্যবান ব্যক্তিরা পুকুর সংস্কার না করেও মাষ্টাররোল (ভূয়া) মারফৎ সব টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অপরদিকে তালিকার মানুষের মধ্যে গুঞ্জন, প্রধান নাকি তাঁদেরকে মাত্র সাতাশ শো টাকা করে দিয়ে তিন হাজার নেওয়ার স্বীকৃতিপত্র লিখিয়ে নিয়েছেন।

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

পত্রিকার জন্মদিবসে

'জঙ্গিপুর সংবাদ' ৮৩ পূর্ণ করিয়া ৮৪ বৎসরে পদার্পণ করিল। কালের আবর্তনের তালে তালে দীর্ঘকাল ধরিয়া মফঃস্বল শহরের এক ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের এই পরিক্রমা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় বলিতে হইবে। সে যুগের পটভূমিকা হইতে বর্তমান স্বাধীনোত্তর যুগের পটভূমিকায় আপন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' তাহার সাংবাদিকতার ইতিহাসকে এক গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। চলার পথে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত বহু বাধা-বিঘ্ন তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও তৃতীয় প্রজন্মের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, উচ্চাদর্শ ও নির্ভীকতাকে মূলধন করিয়া উন্নত শিরে সুগর্ব পদচারণা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। জঙ্গিপুর সংবাদ রাজনৈতিক কোন দল, বিশেষ গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের উমেদারী কোন দিনই করেনি। সেই কারণে অত্যাচারীর অনেক ভ্রূকুটি তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। বিরোধিতার প্রবল আঘাতে তাহার গর্বিত শির কখনও অবনত করিয়া সে পথ চলেনি। অত্যাচার, অবিচারের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীম গর্জন ধ্বনিত হইয়াছে তাহার লেখনীতে। রাজনৈতিক, সামাজিক, বা পরোপকারীর ছদ্মবেশে কোন গোষ্ঠীর অন্যায় অনাচার সমাজ জীবনকে যখন কলুষিত করিয়াছে, অন্ধকারের জীবদের গোপনলীলা বিলাস চলিয়াছে, তখনই জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিবাদের বজ্রমন্ত্র শুনাইয়া সর্বস্তরের মানুষের সম্মুখে প্রকৃত সত্যকে নির্ভীকচিত্তে উদঘাটিত করিয়াছে। অত্যাচারীদের শক্তিদম্ভ ও মদমত্ত শাসানী তাহার কণ্ঠরোধ করিতে অপারগ হইয়াছে। শুধু অতীতেই নয় স্বাধীনোত্তর এই সুসভ্য যুগেও কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের গোপন আঘাত, রাজনৈতিক দলগুলির অনৈতিক আক্রমণ, আমলাতন্ত্রের হুমকীর কাছে এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী কখনই নতি স্বীকার করিয়া আদর্শভ্রষ্ট হননি। সেই কারণে পত্রিকার পাঠক ও সমর্থন সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একমাত্র মূলধন। জন্মদিনের পুণ্যলগ্নে পত্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের স্বপ্ন। জনতার অস্তিত্বের সংগ্রামে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকল সময়ে সকল মানুষের হাতে হাত মিলাইয়া চলিবার কামনাই আমাদের শপথ। এই শুভলগ্নে আমাদের অসংখ্য গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের শুভকামনা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর জবানবন্দী

বরুণ রায়

এ আমার নিজের কথা। আত্মপ্রচার নয়, এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর চাওয়া-পাওয়ার হিসাব। এ সব কথা বলার জন্য জঙ্গিপুরে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ বেঁচে নাই। তাই পুরোনো কথার অবতারণা করতে হল।

ছোটবেলা থেকেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সব বীরত্বের কাহিনী আমাকে খুব আকর্ষণ করত। তখন মামার বাড়ী পূর্ব-বাংলার কুষ্টিয়ার স্কুলে নিচের দিকের ক্লাসে পড়ি। সেই সময় স্কুলে কোন সায়েবসুবোর আগমণ হলে তাদেরকে ঘিরে যে স্তাবকতা শুরু হত তা দেখে মন খারাপ হয়ে যেত। আমরা পরাধীন। তাই বিদেশী শোষক সাদা চামড়ার মনোরঞ্জন করার জন্য আমাদের এই নির্লজ্জ হ্যাংলামি। পঞ্চম জর্জের করোনেশন হল। তাই নিয়ে দেশব্যাপী সে কি হুল্লোড়, লোক দেখানো জো-হুজুরি পদলেহন! মনে প্রশ্ন জাগত, শিবাজীর মত, প্রতাপ সিংহের মত ভারতবর্ষের মানুষ আবার লড়াই করতে পারবে না কেন? আমাদের দেশ আবার কবে স্বাধীন হবে?

তখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ি। উপর দিকের ক্লাসের ২/৩ জন ছেলে আমাকে তাদের ক্লাবে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু এইসব শেখানো হত। কিছুদিন পর গোপনে পড়ার জন্য আমাদেরকে ২/১টি করে বই দেওয়া হত। এ সবই নাকি নিষিদ্ধ বই। বছর দুই পর জানলাম, ঐ দাদারা নাকি অনুশীলন দলের কর্মী।

সেই থেকে অনুশীলন দলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। তখন পুলিশের নজর এড়িয়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', 'দেশের কথা' ড্যান ব্রিনের 'My fight for Irish Freedom,' ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'My brother's face' প্রভৃতি অনেক নিষিদ্ধ বই পড়ে পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করতাম। এর থেকে মুক্তি কোথায়, কোন পথে? বিপ্লবী অনুশীলন দল বোমা পিস্তল নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করতে চায়। সেই পথই তবে আমার পথ।

গান্ধীজী চালিত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের নিবীর্য তোষণের নীতি আমার ভাল লাগত না। ১৯৩৭-৩৮-৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রামের ডাক, তাঁর তীব্র উত্তেজক বক্তৃতার অমোঘ আকর্ষণ আমাদেরকে সম্মোহিত করেছিল।

১৯৪০ সাল। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। সেখানে অনুশীলন দলের দাদাদের ছোটখাট কাজের ভার পেয়েছি। তখন আমরা মনে করতাম, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তাহলেই দেশের সব দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। মানুষ খেতে পরতে পাবে, সকলের মাথা গোঁজার মত নিজের ঘরবাড়ি হবে। সকলেই লেখা-পড়া শিখতে পাবে, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসা হবে, কাজকর্ম পাবে। পরের গোলামীবা...র হীনমন্যতা থেকে আমরা মুক্তি পাব। সব অন্যায় অবিচার দূর হবে। ভারত আবার তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবে। অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লড়াই করেই আমাদের অর্জন করতে হবে।

১৯৪২ সালে রঘুনাথগঞ্জে এসে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লাম। সেই যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পা ফেলা তারপর তিন দশককাল আর পিছনে ফিরে তাকান হয়নি। ১৯৪২-এর সংগ্রামে গ্রেপ্তার হয়ে বহরমপুর জেলে প্রথম কারাবাস। জেলে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় তিনশো রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা। তার মধ্যে জঙ্গিপুরের সুধীর মুখার্জী, রাম সেন, প্রদ্যোৎ সাধু, বিজয় ঘোষাল, দুর্গাশঙ্কর শুকুল, শচীন সেন, দ্বীপেন মজুমদার, প্রমুখ জনা কুড়ি বন্দী ছিলেন। জেলখানাগুলি তখন ছিল রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমি ও আমার তরুণ বন্ধুরা অনেকেই জগদানন্দ বাজপেয়ী, নির্মল ভট্ট প্রমুখ অনুশীলন দল তথা আর-এস-পির নেতৃবৃন্দের কাছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করেছি। কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্তকে সংগঠিত করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার স্পষ্ট একটা রূপরেখা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। (চলবে)

গাঙ্গিনে হরগৌরীর মেলা

সংবাদদাতা: মহকুমার সুতী থানার অন্তর্গত গাঙ্গিনে গত পয়লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে) ধুমধামের সঙ্গে হরগৌরীর মেলা পালিত হয়েছে। দেড়শো বছরের পুরোনো কালী এবং হরগৌরী পুজোকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা যোগ দেন। বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মেলায় ছিল মানুষের উপচে পড়া ভিড়। রাতে বিভিন্ন কীর্তন সম্প্রদায় গ্রাম প্রদক্ষিণ করে তাঁরা হরগৌরী মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তন পরিবেশন করেন। কমিটির আন্তরিক সুব্যবস্থাপনায় মেলা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

দফাহাট ফ্লাড সেন্টারে ক্ষেতি দিবস পালন

অরঙ্গাবাদ : জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক সুতী ২ ব্লকের দফা হাট ফ্লাড সেন্টারে 'ক্ষেতিদিবস' পালন করেন গত ১৪ মে। এখানে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সুতী ২ এর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। জেলা কৃষিবিদ সরোজকুমার বোস; জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক সামসুদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন কীটতত্ত্ববিদ লুইস ঘোষ, এডিও সব্জী অমলেন্দু গুহ মজুমদার প্রমুখ রোগ পোকা দমন, ফসল চাষে উন্নতি প্রথা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সকলেই প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে ও আবহাওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণে ফসলে বিষ প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করতে বলেন। উল্লেখ্য বিষ প্রয়োগ করা ফসল বিদেশে রপ্তানীর পর ফেরৎ আসছে। বিদেশীরা বিষ প্রয়োগ করা খাদ্যশস্য নিতে চাচ্ছেন না। প্রায় শতাধিক চাষী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

মে দিবস

ঐক্য

ও

সংগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 241 (28) Dt. 5/5/97

কার্ডস কেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত

মুর্শিদাবাদ জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসব ২৭, ২৮শে মে ১৯৯৭

স্থান মহকুমা শাসক অফিস সংলগ্ন মঞ্চ, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

২৭শে মে '৯৭— উৎসবের উদ্বোধক—অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য্য

প্রধান অতিথি—আনিসুর রহমান, মন্ত্রী—প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর

বিশেষ অতিথি—শ্রীসৌরভকুমার দাস, জেলা সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ
শ্রীমধুসূদন বাগ, শ্রীনির্মল মুখার্জী—প্রাক্তন সভাধিপতিদ্বয়

সভাপতিত্ব করবেন—শ্রীনৃপেন চৌধুরী, সভাধিপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ।

২৭শে মে, ১৯৯৭ লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান—ঢোল-সানাই, বোলান, রাইবেশে ফকিরী, পুতুল নাচ, জারি, পাতার বাঁশি, পাঁচালি, বাউল, আদিবাসী নাটক, কবিগান।

২৮শে মে, ১৯৯৭ বিশেষ অতিথি—শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী—সেচ ও জলপথ দপ্তর, পঃ বঃ সরকার

সভাপতিত্ব করবেন—শ্রীনৃপেন চৌধুরী, সভাধিপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ।

এদিনের অনুষ্ঠান—বাউল, মনসার ঝাঁপান, গুবা নৃত্য, চাঁই বিয়ের গান, মুসলিম বিবাহ গীতি, আদিবাসী নৃত্য, কবিগান, আলকাপ।

[প্রবেশ অবাধ]

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

Memo No. 260 (6) Inf./Msd. Date 20. 5. 97

বিবাহ ও যে কোন অনুষ্ঠানে ভি ডি ও এবং ষ্টিল ফটোগ্রাফি করা হয়।

পার্থ সেন

(কলিকাতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)

যোগাযোগ—
ডলফিন, রঘুনাথগঞ্জ
PH 03483/66437
বাড়ী—জঙ্গিপুর বাবুবাজার

অক্ষয় তৃতীয়ার প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অজিত বারিক
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

SERVICES
(TESTING)

- Test & evaluation
- Calibration
- Technical Information

Quality Advisory Service -:- Computer Consultancy

TRAINING

COMPUTER Courses / ELECTRONICS
O'level - Unix - 'C' language, Colour T.V. & Others

Marketing under common brand

WEBSI Detergent, Lamp, Dry Cell Battery

Electronics Test & Development Centre

WEST BENGAL
4/2, B. T. Road, Calcutta-700056 (Fax 5534520, Phone : 553 3370)

মোরাম রাস্তার দাবী

সাগরদীঘি : বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন বালিয়া মোড় থেকে রামনগরের মধ্য দিয়ে যে কাঁচা রাস্তা আছে তা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে সাধারণ মানুষদের যাতায়াত, কৃষকদের উৎপন্ন সব্জী বা অন্যান্য ফসল বাজারে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল যেতেও পারছে না। এই পঞ্চায়েতের অধিবাসীরা জেলা পরিষদের কাছে রাস্তাটি অবিলম্বে মোরাম দিয়ে সংস্কারের দাবী জানিয়েছেন।

শিক্ষার মানোন্নয়ন চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাদই দিলাম। অবিরত যে মূল্যায়ন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা আদৌ অনুসরণ করা হচ্ছে না বা মাষ্টার মশাইদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকের অভাবের জন্য যেখানে শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না সেখানে 'মূল্যায়ন বহি' রেকর্ড রাখা একটা বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু চাকরী বাঁচাবার তাগিদে মাষ্টার মশাইরা যেনতেন প্রকারে 'মূল্যায়ন বহি'তে একটা রেকর্ড রেখে ছেড়ে দিচ্ছেন। তাতে ছাত্রছাত্রীরা কতটুকু শিখল তার মূল্যায়ন হয় না—মূল্যায়ন হয় মাষ্টার মশাইরা ঠিক মতো 'মূল্যায়ন বহি'টি পূরণ করেছেন কিনা তার। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মাষ্টার মশাইদের এই মূল্যায়ন বহি দেখে আনন্দে একটা ভালো রিপোর্ট দিয়ে চলে যান। এইভাবে শুধু কাগজে কলমে চলছে শিক্ষার মানোন্নয়ন অথচ শিক্ষার্থীর কোন মান উন্নয়ন হচ্ছে না। অঙ্কুরেই নষ্ট হচ্ছে বিশ্বলয়মতি ছাত্রছাত্রীদের জীবন তথা আমাদের আগামীকালের ভবিষ্যৎ।

বাসযোগ্য জমি বিক্রয়

মিঞাপুর চামড়া গুদামের সাত কাঠা বাসযোগ্য জমি বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

সমীম অহমদ, মিঞাপুর চামড়া গুদাম
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ এফ, সি, আই গোডাউনের নিকট দুটি বাড়ির প্লট বিক্রয় আছে (৩০ ফুট×৩৭½ ফুট/৫০ ফুট×২৯ ফুট)।

যোগাযোগ করুন—
উল ভাণ্ডার, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন—৬৬৩৯৯ (দোকান), ৬৬৭৯৯ (বাড়ী)।

বাড়ি বিক্রয়

জঙ্গীপুর হাই স্কুলের নিকট সদর রাস্তার উপরে ব্যবসা ও বসবাসের উপযোগী পাঁচখানা ঘরবিশিষ্ট বাড়ি বিক্রয় আছে। যোগাযোগ কেন্দ্র—

নবকুমার দাস
জঙ্গীপুর, হরিসভা (গুলের দোকান)

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত
✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)
প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যানেকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।